দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN. 1 3 1999 ...
পৃঃ ১০ কলাম ৬...

সরকারী স্কুল প্রধানদের আচরণ

প্রসঙ্গ ভর্তির তদ্বির ও অন্যান্য চাপ

মুহাম্মদ আবদুস সোবহান
প্রধান শিক্ষক, গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুল

ইদানীং শোনা যায় অমুক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ব্যবহার খারাপ। তমুক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার ব্যবহার খারাপ। তাঁরা ভদ্রতা, আচার আচরণ জানেন না। কেন প্রধানদের ব্যবহার খারাপ তা কি আমরা ভেবে দেখছি। এ বিষয় নিয়েই আজকের আলোচনা। আলোচনা করতে গিয়ে মনে পড়ে যায় "ব্যবহার" কি? 'ব্যবহার' কাকেই বা বলে। তাই ব্যবহারের সূত্র দেয়ার চেষ্টা করছি। দেয়া সূত্রই যে সঠিক হবে তা বলার মতো ধৃষ্টতা দেখাব না। একেক পণ্ডিত একেকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। তবে আমার মতে "দুজনের মধ্যে কথাবার্তায়, আচার আচরণে, আপ্যায়নে এবং চাওয়া পাওয়ায় যে কার্য সম্পাদিত হলো তাকেই বোধ হয় 'ব্যবহার' বলা যায়।

আমরা যারা "প্রধানদের ব্যবহার খারাপ" বাক্য ব্যবহার করে তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছি তারা কি কোনদিন ভেবে দেখবার প্রয়াস পাচ্ছি। যারা স্বার্থান্ধ তারা কোনদিনই কর্মচঞ্চল পৃথিবীতে ভাববার সময়টুকুই পায় না। শুধু বলেই বেড়ায় "ব্যবহার খারাপ, ব্যবহার খারাপ।" আমাদের ব্যবহার নিয়ে যখন কথা উঠেছে তখন তো কিছু বলতে হয় বা লিখতে হয়। আমি বোঝাবার জন্য অযুত প্রচেষ্টা চালাতে সচেষ্ট হচ্ছি। জানি না তা যাদের প্রশ্ন তাঁদেরকে বিমোহিত করতে পারবে কিনা। চাওয়া পাওয়া নিয়েই সমাজবদ্ধ জীব আমরা। দিনাতিপাত করছি এ ভাবেই। এ

দিনাতিপাত নিয়েই একটি স্কুলের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবক। একজন অভিভাকক স্বভাবতই চান ভাল স্কুলে তার সন্তান ভর্তি করিয়ে পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষ করতে। আমরা শিক্ষকরাও স্কুলে শিক্ষার্থীদেরকে অকৃপণভাবে দান করে চলেছি আমাদের লব্ধ জ্ঞান। প্রাপ্ত লব্ধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়েই একজন শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যত জীবন গড়ে তুলতে পারে। থানা শহর, মফস্বল শহর ও মহানগরীতে সর্বমোট ৩১৭টি সরকারী স্কুল রয়েছে। কার্যক্রম ও ফলাফলের মানদণ্ডে অভিভাবকগণ এগুলোকে আবার ভাল মন্দ হিসাবে শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। এ স্কুলসমূহের যাবতীয় প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন দায়িত্ব সচেতন একেকজন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা। তাঁরা নিজের খেয়াল খুশিমতো স্কুল পরিচালনা করতে পারেন না। স্কুল পরিচালনার জন্য ১৯৩১ সালের Education Code-এর নিয়মের সময় সময়ে ঊর্ধতন অফিস হতে ও বোর্ড হতে জারিকৃত নিয়মের বেড়াজালে তাঁরা আবদ্ধ। একেবারেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা। তাঁদের এদিক সেদিক স্খলনের সুযোগ নেই। তাঁরা যখনই নিয়ম নীতির বাইরে গেছেন-তখনই তাদেরকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে। এমনকি অনেকেই স্থানান্তরিত হয়েছেন। আবার কেউ কেউ সাময়িক কর্মচ্যুতির আওতায় পড়ে যাচ্ছেন।

১৯৩১ সালের ঋঢলডর্টধমভ উমঢণ-এ সরকারী স্কুল পরিচালনার জন্য যে নিয়মনীতি আছে তা সম্পূর্ণ অফিস প্রধানদেরই একমাত্র রক্ষা কবচ। এখানে কারো মাথা গলাবার প্রয়োজন হয় না।

বর্তমানে দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঊর্ধতন অফিস আজ আর সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব প্রধানদের নিকট ছেড়ে দেয় না। তাঁরাও কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রেখেছে। ফলে বর্তমানে প্রধানগণ অতীতের ন্যায় আর ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন না। ঠিক করছেন না বললেই বোধ হয় শেষ হলো না। আমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাঁরা নিয়মনীতির তোয়াক্কা করেন না। অনেক সময়েই স্বার্থান্ধ হয়ে যান। করে ফেলেন কিছু কাজ অনিয়মে। এ কাজের জন্য তাঁদেরকে শুনতে হয় অনেক কটূ কথা, দিতে হয় অনেক মাসুল। দেখতে হয় চোখ রাঙানি ও পেতে হয় অনেক অসদাচরণ।

আমরা প্রধানদের ব্যবহার খারাপ হয় কিভাবে তাতো বুঝতে পারছি না। কোনটাই বা খারাপ ব্যবহার? অবশ্য যিনি ব্যবহার করেন তিনি খারাপ করলেন কি মন্দ করলেন তিনি তো তা বুঝতে পারলেন না। বুঝবেন যার সঙ্গে ব্যবহার করা হলো-তিনি। আর বুঝতে পারেন কোন তৃতীয় ব্যক্তি। আলাপের সময় কদাচিত থাকেন তৃতীয় ব্যক্তি। একজন প্রধান শিক্ষক তিনি তো শুধু প্রধানই নন। তিনি একাধারে একজন প্রশাসক এবং একজন শিক্ষক। আমরা যে নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ সেই বেড়াজাল ছিন্ন করে যখন একজন অভিভাবকের চাহিদা পুরণে ব্যর্থ হই তখনই আমাদের ব্যবহার খারাপ হয়ে যায়। তাঁদের ভাষায় এ ব্যবহার খারাপ থাকে সাধারণত জানুয়ারি-এপ্রিল মাসে।

একজন অভিভাবক চান সব সময়ই দেশের সেরা স্কুলে তাঁর সন্তান ভর্তি করাতে। এ অকৃতকার্য ছেলেকে ভর্তির জন্য তাঁরা কি ই বা না করেন। তাঁরা একই বিষয় নিয়ে মাসে ৩/৪ বার বাসায়, অফিসে এমন কি রাস্তাঘাটেও কথা বলেন প্রধানদের সঙ্গে। তারপর ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের এবং সমাজে সম্মানিত ব্যক্তিদের সুপারিশ নিয়ে আসেন। শুধু অভিভাবকরাই যে আসেন তা নয়। আসেন ভর্তির দালালি নেয়া এক শ্রেণীর লোক। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় বা তাঁদেরকে বুঝাতে হয় আমাদের অপারগতা বা সীমাবদ্ধতা। এভাবে ৪/৫ বার কথা বলতে গিয়ে এক পর্যায়ে অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে যায়। তখন শুনতে হয়, একজন মন্ত্রী সুপারিশ করছেন, একজন সংসদ সদস্য লিখেছেন, একজন সচিব বা অতিরিক্ত সচিব সুপারিশ করেছেন। আপনি নেবেন না কেন? আপনার মন্ত্রণালয়ের কথা শুনবেন, অন্য মন্ত্রণালয়ের কথা শুনবেন না কেন? আপনার এত ক্ষমতা কোথায়? আমাদের একটিই উত্তর "আসন শূন্য নেই, সরকারী আদেশ। এর বাইরে আমাদের যাওয়ার ক্ষমতা নেই।" ভর্তির দালালী Percentage হজম করার জন্য এ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ প্রধানদের সঙ্গে উল্লিখিত আচরণ করে থাকেন। তাঁদের কথা না শুনলে দেখতে হয় অস্ত্র, গোলাবারুদ। দেখতে হয় টেবিল চাপরানি।

একান্ত অনন্যোপায় হয়েই তাঁদের এ ব্যবহার হজম করতে হয়। এখানে প্রধানদের ব্যবহার খারাপ করবার ফুরসত কোথায়। আমরা মনে করি একজন অভিভাবক তাঁর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে ব্যবহার খারাপ করতে পারেন ন। যদি অনুরোধে ঢেঁকি গেলাতে পারেন, তবে তাঁর ছেলেটি তো তাঁর হাতেই পড়া লেখা শিখবে। একই বিষয়ে বার বার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দাফতরিক কাজের বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবেশ অস্বাভাবিক হচ্ছে শিক্ষক-অভিভাবকের। বার বার উপেক্ষিত হওয়ার কারণে তাঁরাই প্রধানদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই আমরা প্রহৃত হচ্ছি। প্রহৃত হচ্ছি আবার মীমাংসাও করছি। আবার বদলির শিকারও হচ্ছি। এ হলো আমাদের অবস্থা। শুধুমাত্র দোষারোপ করা হচ্ছে আমাদের। একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকের একজন সাংবাদিক এসেছেন আমাদের এ খারাপ ব্যবহারের সত্যতা যাচাই করতে। সৌভাগ্যবশত, সেদিনই ঐ সময়ে ভর্তির বিষয় নিয়ে দু'জন অভিভাবকের সঙ্গে তাঁরই উপস্থিতিতে প্রায় এক ঘণ্টাকাল কথা হয়েছে। তিনি কথাবার্তায় সন্তুষ্ট হয়ে মন্তব্য করলেন, "কই ভাই, একথাগুলোতে তো কোন খারাপ ব্যবহারই পেলাম না।" মোদ্দা কথা হলো, "যার কাজ হচ্ছে তার কাছে প্রধানদের ব্যবহার একেবারে মধুরমতো। আর যাদের কাজ হচ্ছে না তাঁর কাছে ব্যবহার খারপই।

আসলে সত্যিই কি আমাদের ব্যবহার খারাপ? না কখনই নয়। হাতের পাঁচটি আঙুল যখন সমান নয় তখন ব্যক্তিবিশেষের কারও কারও ব্যবহার ভিন্নতর হতে পারে। তাবোধ হয় হাতে গোনা দু'চারজনের হতে পারে। যদি সত্যিই আমাদের ব্যবহার খারাপ হয়ে থাকে তাহলে এ দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে শিক্ষার্থীকে যা শেখানো তা সকলই গরল ভেল।

ব্যবহার খারাপের আরেকটি দিক তুলে ধরতে চাই। তাহলো ভর্তি পরীক্ষা শেষে কৃতকার্যরা ভর্তি হয়ে গেল। অকৃতকার্যদের সুপারিশ আসতে থাকে অসংখ্য। বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রকে এবং বহিষ্কৃত ছাত্রকে পাস ঘোষণার জন্য সুপারিশ আসতে থাকে সমাজের উঁচুতলার ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে। অভিভাবকগণ তাঁদের সুপারিশকে বেদবাক্য মনে করেন।

যখন সুপারিশে কোন কাজ হলো না, তখনই শুরু হয়ে যায় খারাপ আচরণ প্রদর্শনের। প্রধানগণ কখনই খারাপ আচরণ প্রদর্শন করতে পারেন না। নতুন ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থান ভেদে যে দু'চারটা ভর্তি হয় না এমন নয়। তবে সেরা স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এখানেই যত অসুবিধা। স্কুল চালাতে গিয়ে আইনের কঠোর বাস্তবায়নেও অভিভাবকদের নিকট হতে অভিযোগ শুনতে হয়। তারপর আজকাল অনেক অভিভাবককে বলতে শোনা যায়, "অমুক হেডমাস্টার এটা করছেন, ওটা করছেন। আপনি কেন করতে পারেন না। আমাদের জওয়াব একটাই, "আমরা তা পারি না।"

যখনই পারা গেল না তখনই ব্যবহার খারাপ হয়ে গেল। আবার আমাদের অনেককেই বলা হয় "Desperate" যেহেতু তিনি নিয়মের পরিপন্থী কিছু করেন না বা করাতে পারেন না। তাই তাঁকে বলা হচ্ছে "Despreate" তবে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা নিয়মনীতি ভেঙ্গে অনেক কাজই করে থাকি। আবার পরে কঠোরতা অবলম্বন করলে তো তাঁকে কিছু কথা শুনতে হবেই।

আমাদের দেশে এক সময়ে প্রচুর খাদ্যাভাব ছিল। জনসাধারণ কার্তিক মাসে অভাবের তাড়নায় কচুঘেচু, অখাদ্য কুখ্যাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করত। ফলে কার্তিক মাসে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কলেরা মহামারীতে অনেক লোক মারা যেত। তখনকার দিনে মুরুব্বীদের বলতে শুনেছি যে, কার্তিক মাস বাঁচলে আর এক বছর বাঁচা যাবে। আমাদের প্রধান শিক্ষকদের কথা হলো যে, কোনরকমে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত কাটানো গেলে বাকি সময়ও ভালই কাটবে।